তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৩১

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামে শিশু-কিশোরদের ব্যাপকভাবে জানাতে হবে

--- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, আমাদের নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিজ্ঞানমনস্ক আদর্শ নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে। এ ক্ষেত্রে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, শিশুসাহিত্যিকরাই পারেন শিশু-কিশোরদের চোখে স্বপ্ন বুনে দিতে। প্রকৃত জীবনমুখী শিশুসাহিত্যই জাতি গঠনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার ১৪২৪ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

ফজিলাতুন নেসা বলেন, আমি আনন্দিত এ জন্য বিশেষ শাখা নির্বাচন করে আজ বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বইকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের গৌরব গাথার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর সাহসিকতাপূর্ণ সংগ্রামের বীরগাথাও আমাদের শিশু-কিশোরদের ব্যাপকভাবে জানার সুযোগ করে দিতে হবে। তিনি বলেন, আগামী ২০২০ সাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হবে। এই আয়োজনকে বর্ণিল করে তোলার জন্য বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কিছু নতুন প্রকাশনা ও সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখত ও অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শামস-উল ইসলাম-সহ শিশু একাডেমির শিক্ষার্থী ও অবিভাবকবৃন্দ।

উল্লেখ্য, বাংলা বছর অনুযায়ী প্রকাশিত বইয়ের ওপর ভিত্তি করে এই পুরস্কারের আয়োজন করা হয়। প্রতিবছর ৭টি শাখায় পুরস্কার দেয়া হয়। কবিতা-ছড়া-গান, গল্প-উপন্যাস-রূপকথা, অনুবাদ-ভ্রমণকাহিনী, বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং অন্যান্য জীবনী প্রবন্ধ, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, নাটক ও বই অলংকরণ। এ বছর পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন কবিতা ও ছড়া গানে যৌথভাবে আহমেদ সাব্বির ও সোহেল মল্লিক, গল্প-উপন্যাসে নিলয় নন্দী, জীবনী প্রবন্ধে যৌথভাবে মনি হায়দার ও শিবু কান্তি দাস, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে মিন্টু হোসেন, অনুবাদ ভ্রমণকাহিনীতে সামিন ইয়াসার, নাটকে যৌথভাবে মোস্তফা হোসেইন ও মোহাম্মদ মারুফুল এবং অলঙ্করণে মামুন হোসাইন।

#

আলমগীর/ফারহানা/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২২৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৩০

**স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগে ডেঙ্গু সংক্রান্ত মনিটরিং সেল গঠন**

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

চলমান ডেঙ্গু রোগ সংক্রান্ত জনভোগান্তি নিরসন ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চলমান কার্যক্রম তদারকি করতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক তাঁর নিজ দপ্তরে ডেঙ্গু রোগ সংক্রান্ত “মিনিস্টার মনিটরিং সেল” নামে একটি আলাদা মনিটরিং সেল গঠন করেছেন।

নির্দেশনা অনুযায়ী ‘মিনিস্টার মনিটরিং সেল’ডেঙ্গু রোগ পরীক্ষার ফি সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনার কোনো প্রকার লঙ্ঘন হলে তার অভিযোগ গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে জনভোগান্তি লাঘবে ‘মিনিস্টার মনিটরিং সেল’ এ সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ডেঙ্গু সংক্রান্ত যেকোনা অভিযোগ জানাতে হটলাইন: ০১৩১৪-৭৬৬০৬৯/০১৩১৪-৭৬৬০৭০, ০২-৪৭১২০৫৫৬/০২-৪৭১২০৫৫৭; এবং ministermonitoringcell@gmail.com ই-মেইল এ যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

এদিকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে দেশব্যাপী ‘মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ’ পালন উপলক্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগে নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত কোনো তথ্য জানতে কিংবা অভিযোগ জানাতে হটলাইন: ফোন-৯৫৭৩৬২৫, ৯৫১১৬০৩, মোবাইল নম্বর- ০১৭১১১৫২৩২৮/০১৮৭৯১৩২১৭৩/০১৭১৪৫৩৮৫৮৬, ই-মেইল: lgcc1@lgd.gov.bd-এ যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

#

হাসান/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮২৯

সরকারের নীতি ও আদর্শকে ত্বরান্বিত করতে সকলকে সজাগ থাকতে হবে

--- সমাজকল্যাণমন্ত্রী

আদিতমারী (লালমনিরহাট), ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে পরিচিত। প্রধানমন্ত্রী নিরলসভাবে কাজ করে দেশকে উচ্চতর শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। এখন দেশের ৯৩ শতাংশ মানুষের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে, কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক বিপ্লব হয়েছে।

মন্ত্রী আজ আদিতমারী উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সরকারি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের জনগণের সেবা করতে হবে। সরকারের নীতি ও আদর্শকে ত্বরান্বিত করতে সজাগ থাকতে হবে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামানের সঞ্চালনায় অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ফারুক ইমরুল কায়েস, ভাইস চেয়ারম্যান চিত্ত রঞ্জন রায়, জেসমিন আক্তার, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মফিজুল ইসলাম প্রমুখ।

পরে মন্ত্রী আদিতমারী উপজেলার ৮নং মহিষখোচা ইউনিয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বন্যায় পানিবন্দি ও নদী ভাঙণের শিকার পরিবারের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন।

#

জাকির/ফারহানা/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২২৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮২৮

বন্যা ও দুর্যোগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টারের প্রতিবেদন অনুযায়ী আজ সারা দেশে বন্যা ও দুর্যোগ পরিস্থিতি নিম্নরূপ (রাত ৮টা পর্যন্ত) : সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেত : বন্দরসমূহের জন্য কোনো সতর্ক সংকেত নেই।

৩১ জুলাই সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরসমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস: ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কিঃ মিঃ বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টি-সহ অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এ সকল এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আজ সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস : সিনপটিক অবস্থা : মৌসুমী বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে উত্তরপূর্ব দিকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে তা মাঝারি অবস্থায় রয়েছে।

পূর্বাভাস : চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়, ঢাকা ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও খুলনা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় হালকা দমকা হাওয়া-সহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

বৃষ্টিপাত ও নদ-নদীর অবস্থা : বিগত ২৪ ঘণ্টায় পানির সমতল হ্রাস ৬৯টি ও বৃদ্ধি ২২টি স্থানে।

সরকার গত ১ জুলাই থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় ২৭ হাজার ৯৫০ মেট্রিক টন চাল, ৪ কোটি ৭৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা, ১ লাখ ১৭ হাজার কার্টুন শুকনা খাবার, ৮ হাজার ৫০০ সেট তাঁবু, ৫৪ হাজার ৩০০ বান্ডিল ঢেউটিন, গৃহ নির্মাণে ১৬ কোটি ২৯ লাখ টাকা, শিশুখাদ্য ক্রয়ে ১৮ লাখ টাকা এবং গো খাদ্য ক্রয়ে ২৪ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রদান করে।

#

কাদের/মাহমুদ/সঞ্জীব/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/২১৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮২৭

২০২০ এর জুনের মধ্যে চামড়া শিল্পনগরীর কাজ শেষ হবে

--- শিল্পসচিব

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম বলেছেন, ২০২০ সালের জুনের মধ্যে সাভারে অবস্থিত চামড়া শিল্পনগরীর কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হবে। তিনি বলেন, দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে লবণ মজুত আছে, কোথাও লবণের ঘাটতি নেই। তাই আসন্ন ঈদুল আজহায় লবণের মূল্য বৃদ্ধি পাবে না।

শিল্পসচিব আজ সাভারের হেমায়েতপুরে অবস্থিত চামড়া শিল্পনগরীর প্রকল্প কার্যালয়ে চামড়া শিল্পনগরীর সর্বশেষ অবস্থা এবং দেশে লবণ মজুত পরিস্থিতি বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে একথা বলেন।

শিল্পসচিব বলেন, প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী এ বছর ১ লাখ ১৭ হাজার পশু কোরবানি হতে পারে। বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশনের তথ্যানুযায়ী চামড়া সংরক্ষণের জন্য কোরবানির সময় তাৎক্ষণিকভাবে ৮২ হাজার টন লবণ প্রয়োজন হবে এবং বছরে বাকি সময় মোট ১ লাখ টন লবণ প্রয়োজন হবে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ২০১৮-১৯ লবণ মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি রেকর্ড পরিমাণ মোট ১৮ লাখ টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে উল্লেখ করে শিল্পসচিব বলেন, চাষি, মিলমালিক ও সরবরাহকারীদের নিকট বর্তমান ৯ লাখ টন লবণ মজুত আছে যা দিয়ে সহজেই নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত লবণের সকল চাহিদা পূরণ করা যাবে। নভেম্বর ২০১৯ হতে চাষিরা লবণ উৎপাদন শুরু করবেন। তাই লবণের কোনো ঘাটতি হবে না।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শিল্পসচিব বলেন, ২০০ একর জায়গার ওপর চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য সংশ্লিষ্ট লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এই প্রকল্পের অধীনে একটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে বলে তিনি জানান। অপর এক প্রশ্নের জবাবে শিল্পসচিব বলেন, লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের মানদ-ে ১৬০০টি প্যারামিটার রয়েছে। এর মধ্যে ১০০টি প্যারামিটার কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার প্ল্যান্ট সংক্রান্ত। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি বাড়াতে অবশিষ্ট ১৫০০ প্যারামিটার অনুযায়ী চামড়া শিল্প নগরীতে স্থাপিত ট্যানারিসমূহের উৎপাদন প্রক্রিয়ার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার প্ল্যান্টে ক্রোম সেপারেশন ও সেডিমেন্টেশনের মান ক্রমশ উন্নত হচ্ছে বলে শিল্পসচিব উল্লেখ করেন।

চামড়া শিল্পনগরীর কঠিন বর্জ্য ৩টি স্থানে ডাম্পিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে উল্লেখ করে শিল্পসচিব বলেন, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় উৎপাদিত সকল বর্জ্যই ক্ষতিকর নয়। ক্রোমিয়াম ব্যবহারের পূর্ব পর্যন্ত উৎপাদিত বর্জ্য নিরাপদ এবং এসকল বর্জ্য থেকে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়। এসকল ব্যবহারযোগ্য ট্যানারি বর্জ্যকে কীভাবে উৎপাদনশীল খাতে পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা যায়, সেবিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান শিল্প সচিব।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) আয়োজিত এই মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বুয়েটের বিআরটিসি’র দলনেতা প্রফেসর ড. মোঃ দেলোয়ার হোসেন, বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল জলিল, বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি শাহিন আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাখাওয়াত উল্যাহ, বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি মোঃ দিলজাহান ভূঁইয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ, শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোঃ সেলিম, চামড়া শিল্পনগরীর প্রকল্প পরিচালক জিতেন্দ্রনাথ পাল, বিসিকের পরিচালক (বিপনন ও নকশা) মোঃ মাহবুবুর রহমান, পরিচালক (অর্থ) স্বপন কুমার ঘোষ, পরিচালক (প্রকল্প) মোহাম্মদ আতাউর রহমান সিদ্দিকী ও বিসিকের সচিব মোস্তাক আহমেদ।

এর আগে শিল্পসচিব চামড়া শিল্পনগরীতে স্থাপিত কয়েকটি ট্যানারির উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। চামড়া শিল্পনগরীর প্রকল্প পরিচালক জিতেন্দ্রনাথ পাল, বিসিকের পরিচালক মোঃ মাহবুবুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাসুম/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮২৬

ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি জরুরি

--- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, এডিস মশা নিধন ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি জরুরি। এই মশা যেহেতু ছাদ, ফুলের টব এবং অন্যান্য জায়গায় জমে থাকা স্বচ্ছ পানিতে জন্মে ও বংশ বিস্তার করে কাজেই এ বিষয়ে সচেতনতার বিকল্প নেই।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর গুলশান-২ চত্বরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারণা কর্মসূচিতে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আমরা ২৫-৩১ জুলাই দেশব্যাপী ‘মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ’ পালন করছি। স্থানীয় সরকার বিভাগের দপ্তর ও সংস্থা-সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ ও দপ্তর সর্বাত্মক কাজ করে যাচ্ছে। শীঘ্রই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

এ সময় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম, সংসদ সদস্য একেএম রহমতুল্লাহ, বিভিন্ন ওয়ার্ড কাউন্সিলর-সহ মন্ত্রণালয় ও সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী একটি সচেতনতামূলক র‌্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

পরে মন্ত্রী অল্প সময়ে অধিক এলাকায় মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে মোটর সাইকেলে মশক নিধন যন্ত্রের উদ্বোধন করেন।

উল্লেখ্য ডেঙ্গু রোগের সংক্রমণ থেকে নাগরিকদের রক্ষাকল্পে স্থানীয় সরকার বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থা ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে জনসচেতনতা সৃষ্টি, মশার প্রজননস্থল বিনষ্টকরণ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা এবং লার্ভা ও মশা নিধন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মশক নিধন অভিযান যথাযথ বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও নিবিড় তদারকির মাধ্যমে এ কার্যক্রমকে সফল করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকর্তাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তারা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৫৪টি ওয়ার্ডে এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ৭৫টি ওয়ার্ডের কার্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করবেন এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ সেল (ফোন-৯৫৭৩৬২৫, মোবাইল নম্বর- ০১৭১১১৫২৩২৮, ০১৮৭৯১৩২১৭৩, ০১৭১৪৫৩৮৫৮৬, ই-মেইল: ষমপপ১@ষমফ.মড়া.নফ)-এ নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

#

হাসান/মাহমুদ/ইসরাত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/২১২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮২৫

পরিবেশ উন্নয়নে জনসচেতনতা তৈরি

গণমাধ্যমের সহযোগিতা চাইলেন পরিবেশ মন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

পরিবেশ মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, ‘সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম হচ্ছে জনগণের কণ্ঠস্বর এবং সরকারের সহযোগী। যে কোনো কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করে সেই বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে গণমাধ্যম। বর্তমান সরকারের অধীনে গণমাধ্যমের অভাবনীয় বিকাশ আমাদের সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়। আমরা আমাদের সকল কাজে আপনাদের অব্যাহত সহযোগিতা পেয়ে আসছি, আমি আশা করি আগামীতেও সেই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে’। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে ‘পরিবেশ সুরক্ষায় জনসচেতনতা’ শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি এখন বিশ^ব্যাপী একটি আলোচিত বিষয়। আর এ বিষয়ে সরকার গভীর আগ্রহ ও গুরুত্বসহকারে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করে এসব বিষয় জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের জন্য সাংবাদিকদের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে দূষণের পরিমাণ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। একই সাথে আইন সম্পর্কে আরো ব্যাপকভাবে জনসচেতনতা তৈরির পাশাপাশি আইন প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, পরিবেশ দূষণ আইনের যথাযথ প্রয়োগ করা হচ্ছে। দূষণ রোধে পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিয়মিত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম অব্যাহত আছে। তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রযোজ্যক্ষেত্রে ইটিপি, এটিপি, সাউন্ড ব্যারিয়ার স্থাপন ও পরিচালনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

মন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ বন্ধে সারা দেশে ৮টি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি পরিবেশ অধিদপ্তরের নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণকে নিয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের বিগত ৬ মাসে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পলিথিনের বিরুদ্ধে সারা দেশে ১২২টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে প্রায় ১২৬ টন পলিথিন জব্দ ও ৪৪ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরো জোরদার করার লক্ষ্যে ৮টি বিভাগীয় শহর এবং ৩৬ টি জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয় স্থাপন করে জনবল পদায়ন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ৬৪ টি জেলায় জেলা কার্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে পলিথিনের উৎস বন্ধ করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, নগরায়ন, শিল্পায়ন, মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম, যানবাহন, যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির অপরিকল্পিত ব্যবহারের কারণে দূষণ সৃষ্টি হয়। এ সকল বিষয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা তৈরির জন্য তিনি সাংবাদিকদের সহযোগিতা ও মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

সাংবাদিকরা বলেন, পরিবেশ উন্নয়নে সাংবাদিকরা সব সময়ই আন্তরিক। পরিবেশ উন্নয়নে জনগণেকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তারা তাদের লেখনি অব্যাহত রাখবেন। পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকা- সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে পরিবেশ উন্নয়নে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন। পরিবেশের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকারক পলিথিন উচ্ছেদের জন্য মন্ত্রণালয়কে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে বলে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ মতামত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে পরিবেশ সচিব আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব মনজুরুল হান্নান খান, আলমগীর মোহাম্মদ মনসুরুল আলম, ড. নূরুল কাদির, ক্লাইমেট ট্রাস্ট ফা-ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দীপক কান্তি পাল, প্রধান বন সংরক্ষক শফিউল আলম চৌধুরী ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. রফিক আহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন।

#

পাশা/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮২৪

তরল পাস্তুরিত ও অপাস্তুরিত দুধের ব্যাপরে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই

--- কৃষিমন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

পুষ্টি সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা আমাদের চ্যালেঞ্জ। সরকারের সদিচ্ছা ও বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে আজ দেশে দুধের উৎপাদন অনেক বেড়ে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে দুধের মধ্যে ভারী ক্ষতিকর ধাতুর অস্তিতের যে খবর সব জায়গায় ছেয়ে গেছে তা সম্পুর্ণ সত্য নয়। যারা এ তথ্য প্রকাশ করেছে তাদের গবেষণার সে সক্ষমতা নেই। তাই দুধের ব্যাপারে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআর সি) যে ৮টি দুধের নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণা করেছে এবং নমুনা ভারতের চেন্নাইতে এসজিএস আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবোরেটরিতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়, তাদের ফলাফল ও বিএআরসি’র ফলাফল একই। পাস্তুরিত ও অপাস্তুরিত যে ৮টি দুধ (মিল্ক ভিটা, আড়ং, ফার্ম ফ্রেশ, ঈগলু, আরডি, সাভার ডেইর ও প্রাণ) নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে তা মানুষের জন্য ক্ষতিকর কোনো পদার্থ পাওয়া যায়নি। বাকি যে ছোট বড় দুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি রয়েছে তাদের দুধের তেমন ক্ষতিকর কিছু নাও থাকতে পারে, তবে পর্যায়ক্রমে সব দুধের নমুনা পরীক্ষা করে এর ফলাফল সবাইকে জানানো হবে।

আজ কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে পুষ্টি ইউনিট, বিএআরসি কর্তৃক এন্টিবায়োটিক, সালফা ড্রাগ ও ভারী ধাতুর উপস্থিতি বিশ্লেষণ ফলাফল নিয়ে অনুষ্ঠিত ’প্রেস ব্রিফিং’ এ এসব কথা জানান।

ড. রাজ্জাক বলেন, বিগত বছরগুলোতে ফল সবজি, মাছসহ খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন প্রয়োগ করা হয় বলে ব্যাপকভাবে প্রচার চালানো হয়েছে, ফলে মানুষের মধ্যে এর বিরূপ প্রভাব পরে যার ফলে আর্থিক ক্ষতিসহ বৈদেশিক বাজারে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে এবং হচ্ছে। পরীক্ষাগারে এসব দুধ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় কোনো দুধেই কোনো প্রকার ভারী ধাতু যেমন লিড ও ক্রোমিয়ামের এর রেসিডিউ/অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়নি। কোনো প্রকার সালফা ড্রাগ এর রেসিডিউ/অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়নি। শুধু একটি নমুনায় ঈযষড়ৎধসঢ়যববহরপড়ষ এর উপস্থিতি পাওয়া গেছে প্রতি কেজিতে ০.০৬ মাইক্রোগ্রাম। কারো কারো মতে ০.১ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য। গবেষণালব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণে নিশ্চিতভাবে বলা যায় দেশিয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত বাজারজাতকৃত দুধ পানে কোনো প্রকার স্বাস্থ্য ঝুঁকি নেই।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, বিএআরসি হচ্ছে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এপেক্স বডি। খাদ্য-সহ যে কোনো প্রকার আতঙ্কিত বা বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য বিভিন্ন পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে আর্ন্তজাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে শ্রীগ্রই দেশে এক্রিডেটেড ল্যাবোরেটরি স্থাপনের সিদ্ধান্তÍ নেয়া হয়েছে।

প্রেসব্রিফিং সঞ্চালন করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান। এছারা বিএআরসি’র চেয়ারম্যান কবির ইকরামুল হক-সহ মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রাণী সম্পদ আধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

গিয়াস/মাহমুদ/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮২৩

সারা দেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতি

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

গতকাল সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকায় বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ৫৬৬ জন, বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ৩৬২ জন এবং ঢাকার বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে ৫৪৯ জন-সহ ডেঙ্গু রোগে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ৪শ’ ৭৭ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। স¦াস্থ্য অধিদপ্তরের ইমার্জেন্সি অপারেশনস সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

বর্তমানে সারা দেশে বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু জ¦রে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি আছেন ৪ হাজার ৯শ’ ৩ জন রোগী।

#

মাহমুদ/নাইচ/সঞ্জীব/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/২০০০ ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : ২822

**20 gvme¨vcx åvg¨gvY e½eÜy eB‡gjv D‡Øvab Ki‡jb Z\_¨gš¿x**

XvKv, 16 kÖveY (31 RyjvB) :

Ôe½eÜy‡K Rv‡bv-‡`k‡K fv‡jvev‡mvÕ †møvMvb wb‡q RvwZi wcZv e½eÜy †kL gywReyi ingv‡bi Rb¥kZel© D`hvcb Dcj‡¶ 20 gvme¨vcx åvg¨gvY e½eÜy eB‡gjv D‡Øvab K‡i‡Qb Z\_¨gš¿x W. nvQvb gvn&gy`|

AvR ivRavbxi kvnev‡M RvZxq Rv`yN‡ii mvg‡b kÖveY cÖKvkbxi D‡`¨v‡M †`ke¨vcx G åvg¨gvY †gjv D‡ØvabKv‡j gš¿x e‡jb, ÔeB Avgv‡`i gvbweK g~j¨‡eva M‡o, BwZnvm Rvbvq Ges fwel¨‡Zi c\_wb‡`©k †`q| GKvi‡Y mg…× ivó« Movi cvkvcvwk DbœZ RvwZ MV‡bi Rb¨ eB covi Af¨vm‡K a‡i ivL‡Z n‡eÕ|

Z\_¨gš¿x e‡jb, ÔevOvwj RvwZ‡K ¯^vaxbZvi ¯^cœ †`Lv‡bv I Zv ev¯Í‡e iƒc`v‡bi `xN© msMÖvgx Rxe‡bi ga¨ w`‡q RvwZi wcZv Agi n‡q i‡q‡Qb| ¯^vaxbZvi ci gvÎ mv‡o wZb eQ‡ii gv\_vq Zuv‡K b…ksmfv‡e nZ¨v Kivi d‡j evOvwj RvwZ‡K DbœZ Kivi me ¯^cœc~iY nqwb| e½eÜyKb¨v gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi †bZ…‡Z¡ AvR Avgiv †mB ¯^cœc~i‡Yi c‡\_ Av¸qvbÕ|

Ô‡mB ¯^cœ ey‡K aviY K‡i DbœZ RvwZ MV‡bi Rb¨ G ai‡Yi D‡`¨vM cÖksmbxqÕ e‡jb W. nvQvb|

‡gjvi wgwWqv cvU©bvi ‰`wbK Kv‡ji K‡Éi wbe©vnx m¤úv`K †gv¯Ídv Kvgvj I kÖveY cÖKvkbxi mË¡vwaKvix iexb Avnmvb Abyôv‡b e³e¨ iv‡Lb| gš¿x G mgq †ejyb Dwo‡q †gjv D‡Øvab K‡ib I AwZw\_‡`i‡K wb‡q åvg¨gvY jvB‡e«wiwU †`‡Lb|

D‡jøL¨, e½eÜyi †jLv ÔAmgvß AvZ¥RxebxÕ I ÔKvivMv‡ii †ivRbvgPvÕ-mn e½eÜyi Rxeb I ag©wfwËK 100wU MÖš’ wb‡q åvg¨gvY eB‡qi jvB‡e«wiwU mviv ‡`k cvwo †`‡e|

#

AvKivg/dvinvbv/mÄxe/‡mwjg/2019/1945 NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮২১

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সকলে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করুন

--- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বাংলাদেশ থেকে এডিস মশা নির্মূল করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিকল্প নেই।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ডেঙ্গু মোকাবিলা ও সচেতনতা সৃষ্টরি লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর সভাপতিত্বে আজ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (বাপশক) অডিটরিয়ামে ‘ডেঙ্গু সচেতনতা ও প্রতিরোধ বিষয়ক মতবিনিময় সভা’-এর আয়োজন করা হয়।

সভায় বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের মুখ্য বিজ্ঞানী ড. কাজলা সেহেলী মশা নিয়ন্ত্রণের ওপর বাপশক-এর চলমান গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদনে তিনি পুরুষ এডিস মশাকে স্টেরাইল করার মাধ্যমে বন্ধ্যা করে পরিবেশে ছেড়ে ডেঙ্গু রোগের বাহক স্ত্রী মশা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ডেঙ্গু প্রতিরোধ করার কথা উল্লেখ করেন।

সচিব মোঃ আনোয়ার হোসেন সংস্থার সকলকে অফিস-আদালত, বাসা-বাড়ি, স্কুল-কলেজ সর্বত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অভিযান চালিয়ে ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধের আহ্বান জানান।

কমিশনের চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক, কমিশনের সদস্য (জীববিজ্ঞান)-সহ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সংস্থাপ্রধানরা এডিস নির্মূলের ওপর আলোকপাত করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, কমিশনের সদস্যরা ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

বিবেকানন্দ/মাহমুদ/ইসরাত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮২০

সকলের উন্নয়নের জন্য সমভাবে কাজ করছে সরকার

--- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র বা পেশাগতভাবে বিভাজন নয় বরং সকলের উন্নয়নের জন্য সমভাবে কাজ করছে সরকার। তবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান-সহ বিভিন্ন মৌলিক সেবা প্রাপ্তিতে যারা কিছুটা পিছিয়ে আছে তাদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে যেন তা প্রদান করা যায় এজন্য সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৩ক অনুযায়ী সরকার বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

আজ রাজধানীর কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউয়ে ‘দৈনিক বণিক বার্তা’ কার্যালয়ে হেকস/ইপার, ক্রিয়েটিভ মিডিয়া লিমিটেড এবং দৈনিক বণিক বার্তা আয়োজিত ‘সমতলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার এবং মৌলিক সেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে প্রবেশগম্যতা’ বিষয়ক এক গোলটেবিল বৈঠকে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

‘দৈনিক বণিক বার্তা’ পত্রিকার সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদের সঞ্চালনায় বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য অ্যারোমা দত্ত, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জুয়েনা আজিজ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব কামালউদ্দিন তালুকদার, সাংবাদিক ইশতিয়াক রেজা, সাংস্কৃতিক কর্মী রোকেয়া প্রাচী, সমতলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিনিধি প্রমুখ।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ একটি বহু জাতিগোষ্ঠী আর ভাষাভাষীর দেশ যাদের মধ্যে সমতলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ অন্যতম। সরকারিভাবে এই সংখ্যা এখনও নির্ধারণ করা হয়নি কিন্তু বেসরকারি ও একাডেমিক পর্যায়ে এ সংখ্যা প্রায় ২৫ লাখ বলে উল্লেখ করা হয়। যাদের বেশির ভাগই দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলে বাস করে থাকে। এই জনগোষ্ঠীর মানুষ মূলত কৃষিশ্রমিক এবং স্থানীয় পর্যায়ের কৃষি কার্যক্রমে যুক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে কিছুটা বঞ্চনা ও অসমতা থাকায় তারা শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ মৌলিক সেবায় পিছিয়ে আছে। এছাড়া পেশাগত এবং বর্ণের ভিত্তিতে বিভাজিত দলিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৫৫ লাখ।

#

হাসান/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/১৮৫৫ঘণ্টা

Handout Number : 2819

**Bangladesh signed MoU with Saudi Arabia for development**

**of ports, river ways and maritime sector**

Dhaka, 31 July:

The Ministry of Shipping has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Saudi Arabia’s Red Sea Gateway Terminal (RSGT) for development of ports, river ways and maritime sector in Bangladesh.

Shipping Secretary Md. Abdus Samad and Director of Global Investments for RSGT Gagan Seksaria signed the MoU at a ceremony held in the Shipping Ministry’s conference room today. Senior officials from the Ministry of Shipping, Ministry of Foreign Affairs, Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) and the Embassy of the People’s Republic of Bangladesh in Riyadh were present on the occasion.

The non-binding MoU was signed in relation to multiple projects including but not limited to the opportunities in Chattogram Port and Payra Port, the new inland container services at the Inland Container Depot, Pubail, Gazipur and other port investment opportunities in Bangladesh. RSGT may pursue the scope for opportunities in other Bangladeshi ports and identify mechanisms available for building projects and a strategic partnership.

Md. Abdus Samad extended his gratitude to the Kingdom of Saudi Arabia for its continued support in the socio-economic development of Bangladesh. He hoped that the excellent relationship between Bangladesh and Saudi Arabia would be strengthened further with cooperation from both countries.

RSGT, a limited liability company incorporated under the laws of Saudi Arabia, expressed its interest to work with Ministry of Shipping on the development of Bangladesh’s maritime sector through various projects related to Chittagong Port Authority and Payra port Authority etc. On March 7 this year, RSGT representatives visited Dhaka as part of a high-level delegation headed by two Saudi Ministers.The 34-strong delegation had joined the Dialogue on Saudi Arabia-Bangladesh Investment Cooperation co-hosted by BIDA, the Ministry of Foreign Affairs and the Embassy of the People’s Republic of Bangladesh in Riyadh at Dhaka’s Hotel Intercontinental.

#

Jahangir/Mahmud/Sanjib/Salim/2019/1745 Hrs

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮১৮

সরকারকে বিপদে ফেলতেই স্বার্থান্বেষী মহলের গুজব

--- তথ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ বলেছেন, ‘সরকারকে বিপদে ফেলতেই প্রাণঘাতী গুজব ছড়িয়েছে স্বার্থান্বেষী মহল। গুজব প্রতিরোধে যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে, সেখানে আমরা ‘সার্ভিস প্রোভাইডার’দেরকেও যুক্ত করছি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেরও এখানে দায়বদ্ধতা রয়েছে’।

আজ দুপুরে সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ‘গুজব শনাক্ত ও সত্য তথ্য প্রচারের মধ্য দিয়ে গুজব নিরসনে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ’ বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার শুরুতে সাংবাদিকদের উদ্দেশে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ মুরাদ হাসান, তথ্য সচিব আবদুল মালেক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব অশোক কুমার বিশ্বাস, প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা, বিটিআরসি ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের সংস্থাপ্রধানরা ও প্রতিনিধিরা সভায় অংশ নেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশে নানা বিষয়ের ওপর গুজব ছড়ানো হচ্ছে। প্রথমে গুজব ছড়ানো হয় পদ্মা সেতুতে শিশু বলি দিতে হবে। এবং এই গুজবটি ছড়াতে লন্ডন থেকে দেয়া পোস্টে লেখা ছিল সরকারি অনুমোদন নিয়ে পদ্মা সেতু প্রকল্প সম্পন্ন করার জন্য এক লক্ষ শিশু বলি দিতে হবে’।

‘অর্থাৎ ‘সরকার’ উল্লেখ করে সরকারকে বেকায়দা ফেলার জন্যই সেই পোস্ট দেয়া হয়েছিল যা একটি মহল পরিকল্পিতভাবে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেয়’ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘সে প্রেক্ষিতে ছেলেধরা আতঙ্ক তৈরি হয় এবং ছেলেধরা আতঙ্কের প্রেক্ষিতে অনেক জায়গায় কিছু কিছু মানুষ যাদেরকে আমি দুষ্কৃতকারী বলবো, তারা আইন হাতে তুলে নিয়ে নিরীহ মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। আপনারা জানেন, সেগুলোর ব্যাপারে হত্যা মামলা হয়েছে এবং যারা এই কাজে অংশগ্রহণ করেছে, তারা সবাই হত্যা মামলার আসামী’।

মন্ত্রী বলেন, ‘সরকারের নানা পদক্ষেপের কারণে সেই গুজব নিরসন হবার পরপরই আবার কয়েকদিন আগে আরেকটি গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, বিদ্যুৎ থাকবে না এবং বিদ্যুৎ না থাকলে ছেলেধরা আতঙ্ক। সেই গুজবটাও যখন আমরা জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি তখন আরেকটি গুজব ছড়ানো হল যে বেসিনের মধ্যে হারপিক, ব্লিচিং পাউডার, কেমিকেল ঢেলে দিলে ডেঙ্গু মশা নিধন করা সম্ভব হবে। এটিও অসৎ উদ্দেশ্যে ছড়ানো হয়েছে। সেটি নিরসনেও সরকার সক্ষম হয়েছে এবং আপনারা অর্থাৎ গণমাধ্যমও এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা এই গুজবগুলো নিরসন করতে সক্ষম হয়েছি’।

‘সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে গুজব ছড়ানো শুধু আমাদের দেশ নয়, অনেক দেশেরই সমস্যা’ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি সমীক্ষায় উঠে এসেছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করাকে সেই দেশের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ মানুষ গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ মনে করে। তারপরও এ ধরনের কর্মকা- সেখানেও হচ্ছে’।

মন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের দেশে এর পেছনে একটি স্বার্থান্বেষী মহল কাজ করছে। এটা মহা অনভিপ্রেত, বিব্রতকর, দুঃখজনক। আনএডিটেড প্লাটফরম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে এগুলো ছড়ানো হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার। সে জন্য আমি গণমাধ্যমের সহযোগিতা চাই। সর্বোপরি দেশবাসীকে আহ্বান জানাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেউ যদি এইভাবে গুজব ছড়ানোর উদ্দেশ্যে কোনো পোস্ট দেয় সেটির বিরুদ্ধে যেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই আমরা সোচ্চার হই। তাহলে সাথে সাথে গুজব নিরসন করা সম্ভবপর হবে’।

‘একইসাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যারা সার্ভিস প্রোভাইডার তাদেরও দায়বদ্ধতা আছে, তাদেরও গুজব নিরসনে যুক্ত হতে হবে। আমাদেরকে এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। যদি কেউ ফেইসবুকের মাধ্যমে গুজব ছড়ায়, সেখানে ফেইসবুক কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা আছে। ইউরোপ এবং কন্টিনেন্টাল ইউরোপে তারা যেভাবে এই কাজগুলো করছে আমাদেরকেও একইভাবে এই কাজগুলো করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি’।

#

আকরাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮১৭

**বন্যা পরিস্থিতির আরো উন্নতি**

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

বিগত ২৪ ঘণ্টায় ৬৯টি স্থানে পানির সমতল হ্রাস পেয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে ২২ স্থানে। ৪টি স্থানে পানি বিপদসীমার উপরে রয়েছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতির এই ধারা অব্যাহত থাকবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল ডিজ্যাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টারের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী আজ সারা দেশে বন্যা ও দুর্যোগ পরিস্থিতি নিম্নরূপ (সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত) ৩১ জুলাই সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরসমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস : রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, কুড়িগ্রাম, কুষ্টিয়া, যশোর, পটুয়াখালী, খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কিঃ মিঃ বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এ সকল এলাকার নদীবন্দরসমূহকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আজ সকাল ৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস : সিনপটিক অবস্থা : মৌসুমী বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে উত্তরপূর্ব দিকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে তা মাঝারি থেকে প্রবল অবস্থায় রয়েছে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়; ঢাকা ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও খুলনা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

সরকার গত ১ জুলাই থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় ২৭ হাজার ৯৫০ মে. টন চাল, ৪ কোটি ৭৬ লাখ   
৫০ হাজার টাকা, ১ লাখ ১৭ হাজার কার্টন শুকনা খাবার, ৮ হাজার ৫০০ সেট তাঁবু, ৫৪ হাজার ৩০০ বান্ডিল ঢেউটিন, গৃহ নির্মাণে ১৬ কোটি ২৯ লাখ টাকা, শিশুখাদ্য ক্রয়ে ১৮ লাখ টাকা এবং গোখাদ্য ক্রয়ে ২৪ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রদান করে।

#

কাদের/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০১৯/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮১৬

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জরিপ

**উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৯৮টি ওয়ার্ডে এডিস মশার লার্ভার ঘনত্ব বেশি**

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পয©ন্ত ৯৮টি ওয়ার্ডের মোট ১০০টি এলাকায় ১৭ জুলাই থেকে ২৭ জুলাই পয©ন্ত মৌসুমী এডিস জরিপ পরিচালনা করা হয়। ঢাকার উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৪০টি ওয়ার্ডের ২৪টি এলাকা ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৫৮টি ওয়ার্ডের ৩৮টি এলাকায় এডিস মশার লার্ভার ঘনত্ব বেশি পাওয়া গেছে। ঢাকার উত্তর সিটি কর্পোরেশনের শতকরা ৫৭ ভাগ ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের শতকরা ৬৪ ভাগ এলাকাতে BI ২০ এবং ঢাকার উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৭৫ ভাগ ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৮৩ ভাগ এলাকাতে এলাকাতে   
HI ৫ পাওয়া গেছে। স্বাস্থ্য অধিদফতর রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মৌসুমী এডিস জরিপ পরিচালনায় পরিত্যক্ত টায়ার, মেঝেতে জমে থাকা পানি, প্লাস্টিক বালতি, মাটির পাত্র, ফুলের টব ও ট্রে, পরিত্যক্ত রং এর কৌটা, প্লাস্টিক মগ ও বদনা, টিন বা মেটাল ক্যান ইত্যাদি পাত্রে জমানো পানিতে এডিস মশার লার্ভার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হারপিক ও ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ সম্পর্কিত গুজবের বিষয়ে ৩০ জুলাই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জানানো হয় বিশেষজ্ঞগণের সিদ্ধান্তানুযায়ী এভাবে এডিস মশা ধ্বংস করা সম্ভব নয়। এ দ্বারা মানব, জলজ, উদ্ভিদ ও পরিবেশের স্থায়ী বিপয©য় সৃষ্টি করবে। তারা ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

#

মাইদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রবি/জসীম/আসমা/২০১৯/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮১৫

**জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সচিবালয়ে বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রদর্শনীর উদ্বোধন আগামীকাল**

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

জাতীয় শোক দিবস ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪ তম শাহাদতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে তথ্য অধিদফতর বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর আলোকচিত্র, ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে । সচিবালয়স্থ ক্লিনিক ভবন প্রাঙ্গণে এ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ আগামীকাল সকাল ১১ টায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন। তথ্য প্রতিমন্ত্রী   
ডা. মোঃ মুরাদ হাসান এবং তথ্য সচিব আবদুল মালেক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০১৯/১৬২০ ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i :2814

**ইন্দোনেশিয়ার খনিজ সম্পদ মন্ত্রীর সাথে bmiæj nvwg‡`i সাক্ষাৎ**

XvKv, 16 kÖveY (31 RyjvB) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরæল হামিদ eyaevi জাকার্তা কনভেনশন সেন্টারে ইন্দোনেশিয়ার জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ইগনাসিয়াস জুনান (Ignasius Jonan)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। পারস্পারিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এ সময় আলোচনা হয়।

প্রতিমন্ত্রী Gmgq বলেন, ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু। `yÕ‡`‡ki সম্পর্ক দীর্ঘদিনের । জ্বালানি খাতে আমরা সহযোগিতা করতে একমত হয়েছি। বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাতে GK †`k Ab¨ †`k‡K সহযোগিতা করার অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। অভিজ্ঞতা বা সম্পদ বিনিময় করে উভয় দেশ আ‡iv লাভবান হতে পারে। গ্যাসখাতেi উন্নয়নে আমরা একযোগে কাজ করতে পারি। বাংলাদেশ ধীরে ধীরে উন্নত দেশে পরিণত হচ্ছে। ব্যাপক উন্নয়নের সাথে সাথে বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাতে বিপুল বিনিয়োগের সুযোগ m„wó হয়েছে। এ সময় প্রতিমন্ত্রী G খাতের বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা wb‡q ইন্দোনেশিয়ান মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করেন।

ইন্দোনেশিয়ার জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী পারস্পরিক সহযোগিতার Iপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, একসাথে কাজ করলে উভয় দেশই উপকৃত হবে।

ইন্দোনেশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল আজমল কবির (অব.) উপস্থিত ছিলেন।

#

Avmjvg/Abm~qv/cixwÿr/iwe/Rmxg/KzZze/2019/1635 NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮১৩

**নৌপরিবহন অধিদফতরে শতভাগ স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে হবে**

- নৌপরিবহন সচিব

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবদুস সামাদ বলেছেন দুর্নীতি থেকে দূরে থেকে সততার সাথে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কোন কাজকে হালকাভাবে নয়, গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে। দায়িত্ব সফলতার সাথে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা সেটি খেয়াল রাখতে হবে। মানুষের হয়রানি ও ভোগান্তি কমাতে হবে।

নৌপরিবহন সচিব আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে নৌপরিবহন অধিদফতরের নবীণ কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন ।

সচিব আরো বলেন, নৌপরিবহন অধিদফতরে অনেক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। সেখানে শতভাগ স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে হবে। অধিদফতরে জনবলের স্বল্পতা রয়েছে, এজন্য নিয়োগের প্রচেষ্টা চলছে।

মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ভোলা নাথ দে, এম এম তারিকুল ইসলাম, যুগ্মসচিব মোঃ মুহিদুল ইসলাম এবং নৌপরিবহন অধিদফতরের চিফ নটিক্যাল সার্ভেয়ার ক্যাপ্টেন কে এম জসীমউদ্দীন সরকার এসময় উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, নটিক্যাল সার্ভেয়ার, নটিক্যাল সার্ভেয়ার এ-এক্সামিনার, ইঞ্জিনিয়ার এ-শিপ সার্ভেয়ার, ইঞ্জিনিয়ার এ-শিপ সার্ভেয়ার এ-এক্সামিনার এবং পরিদর্শক পদে মোট ২৪ জন কর্মকর্তা নৌপরিবহন অধিদফতরে যোগদান করে।

#

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/জসীম/রেজ্জাকুল/আসমা/২০১৯/১৫২৫ ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : 2812

বাংলাদেশের জ্বালানিখাতে বিনিয়োগ jvfRbK

-জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী

XvKv, 16 kÖveY (31 RyjvB) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরæল হামিদ বলেছেন, ক্রমবিকাশমান বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ jvfRbK। চলমান উন্নয়নশীল কার্যক্রমে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি প্রয়োজন। এলএনজি I বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। আমাদের নিজস্ব গ্যাস e¨envi K‡i এক দশক ধরে জিডিপি kZKiv 7 fv‡Mi উপরে DwbœZ হয়েছে। জ্বালানিখাতে বিনিয়োগ বাড়ানো গেলে দ্বি-পাক্ষিক উন্নয়ন সম্ভব।

প্রতিমন্ত্রী eyaevi ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা কনভেনশন সেন্টারে ‘গ্যাস ইন্দোনেশিয়া সামিট এন্ড এক্সজিবিশন ২০১৯’ এর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কালে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ পোkvক রপ্তাwনতে বিশ্বে দ্বিতীয়, সোলার হোম সিস্টেম বিশ্বে প্রথম, মিঠা পানির মৎস¨ উৎপাদনে বিশ্বে cÂg, সবজি উৎপাদনে বিশ্বে PZz\_©। সঠিক নেতৃত্বের জন্যই অল্প f~মিতে বিপুল জনগোষ্ঠী নিয়েও এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্পট মার্কেট হতে এলএনজি আমদানি, ল্যান্ড বেইজড, এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন, অফশোর বা অনশোরে গ্যাস I তেল অনুসন্ধান, এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, গ্যাস সঞ্চালন ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এখনই বিনিয়োগ করার উপযুক্ত সময়। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা I Ki AeKvkসহ নানাবিধ সুবিধা রয়েছে।

ব্যবসাqx অংশীদাixত্ব, বিনিয়োগবান্ধব কথোপকথনকে উৎসাহিত ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে এ সামিট আয়োজন করা হয়েছে। নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কারে অর্থায়ন, প্রাকৃতিক গ্যাস সংহতকরণের গতি উন্নয়ন এবং কর্মক্ষেত্রে গ্যাস সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়ন এই সামিটে পর্যালোচনা করা হবে। ২০১৯ সামিটে জ্বালানি শিল্পের উন্নয়নে নীতি ও বিধিবিধান, আপwUªg (Upstream) সম্পদ উন্নয়ন, প্রাকৃতিক গ্যাস ও এলএনজি, তরুYদের পেশাদারিত্ব ও প্রতিভা বিকাশ, অবকাঠামোর ডিজিটালাইজেশন, অর্থ ও আইন ইত্যাদি বিষয় wZb w`be¨vcx সামিটে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। AvMvgx 2 AvM÷ mvwg‡Ui mgvwß n‡e|

সামিটে অন্যান্যের মাঝে ইন্দোনেশিয়ার জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ইগনাসিয়াস জুনান (Ignasius Jonan), ডিএমজি ইভেন্টের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টফার হাডসন (Christopher Hudson), মোবাডালা পেট্রোলিয়ামের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট নাসের আল হাজরি (Naser Al Hajri) ও এসকেকে মাইগ্যাস এর চেয়ারম্যান ডুই সুয়েটজিপটু (Dwi Soetjipto) বক্তব্য রাখেন।

#

Avmjvg/Abm~qv/cixwÿr/iwe/KzZze/2019/1640 NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮১১

**জুম্মার খুতবায় গুজবের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সচেতন করুন**

ইমামদের উদ্দেশ্যে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় গুজবের বিষয় দেশবাসীকে সচেতন করতে দেশের তৃণমূল থেকে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব ও ইমামদের প্রতি আহ্বান জানান ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। রাজধানীর আশকোনা হজ ক্যাম্প পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান।

গুজবের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তোলা এবং ডেঙ্গু আক্রান্ত ও বন্যা কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেশের ওলামা মাশায়েখসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী। পাশাপাশি বন্যা কবলিত ও ডেঙ্গু আক্রান্ত মানুষের সেবা করার অনুরোধ জানান তিনি।

#

নাজমুল/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/কুতুব/২০১৯/১৩৩০ ঘণ্টা

Handout Number : 2810



**Major General Jahangir appointed High Commissioner to Kenya**

Dhaka, 31 July:

Government has decided to appoint Major General Md. Jahangir Kabir Talukder as the new High Commissioner of Bangladesh to the Republic of Kenya.

Major General Md. Jahangir Kabir Talukder, SUP, PBGM, awc, psc was commissioned from Bangladesh Military Academy (BMA) in the Corps of Infantry in Bangladesh Army on 21 December 1984. Since commissioning, he has been serving in various staff, instructional and command appointments at different levels including Director General (Operations and Plan) of Armed Forces Division of the Prime Minister’s Office and General Officer Commanding of 24thInfantry Division.

Major General Jahangir has attained Bachelor of Science from Chittagong University, Masters of Defence Studies from National University and Masters of Strategic Studies from USA.

Major General Jahangir is married and blessed with two sons.

#

Anasuya/Rezzakul/Asma/2019/1200 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮০৯

**বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৫৫টি দেশে ‘মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ-২০১৯’ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের প্রতিপাদ্য: ‘Empower parents, enable breastfeeding: Now and for the future!’ যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার বৃদ্ধি এবং মাতৃ ও শিশু পুষ্টি উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে ১ ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার শতকরা ৬৯ এবং ৬ মাস পয©ন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার শতকরা ৬৫ এ উন্নতি হয়েছে। আমরা কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবাকে দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিয়েছি। HPNSP ও দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার (NPAN2) আওতায় মাতৃ ও শিশু পুষ্টিসহ, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কায©ক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও গুড়া দুধ ও কৌটাজাত শিশু খাদ্যের ব্যবহারকে সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে আনতে ‘মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশুখাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও তা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন), আইন, ২০১৩’ এবং এর বিধিমালা-২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমরা মাতৃত্বকালীন ছুটি বেতনসহ ৬ মাসে উন্নীত করেছি। বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানেও এ ছুটির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্রেস্টফিডিং কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল থেকে কর্মজীবী মায়েদের ভাতা দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্রেস্টফিডিং ফাউন্ডেশনকে আরো শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছি। এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে - 'World Breastfeeding Trends Initiative (WBTi) 2015' এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ ১৫২টি দেশের মধ্যে ৩য় স্থান এবং International Baby Food Action Network (IBFAN) 2018' এর রিপোর্ট 'STATE OF THE CODE BY COUNTRY' অনুযায়ী আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির কৃতিত্ব অর্জন করেছে। মাতৃত্বকালীন অধিকার সুরক্ষা নীতিমালা শিশুর পরিচর্যায় মা-বাবা উভয়েরই দায়িত্বকে গরুত্ব আরোপ করে। বাবাকে শিশুর অন্যান্য পরিচর্যার দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। শিশুকে মায়ের দুধ ও ঘরের তৈরি পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর সঠিক অভ্যাস গড়ে তুলতে মা বাবা উভয়কেই সচেতন হতে হবে।

আমি প্রত্যাশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা মাতৃ ও শিশু পুষ্টি বিষয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে সক্ষম হব। আমি দেশের সর্বস্তরের শিশুকে মায়ের দুধ ও ঘরের তৈরি পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর অগ্রগতির ধারাকে জোরদার করার লক্ষ্যে সরকারি, বেসরকারি এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আরো কায©করভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ‘বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১৯’- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।"

#

ইমরুল/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০১৯/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮০৮

**বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জনসাধারণের মধ্যে মাতৃদুগ্ধপানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ উদ্যোগ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

শিশুর সুষ্ঠু শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে মায়ের দুধের কোনো বিকল্প নেই। মায়ের দুধের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সকল পুষ্টিগুন, যা শিশুকে সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত রাখে এবং শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটায়। এবারের বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের প্রতিপাদ্য ‘Empower parents, enable breastfeeding: Now and for the future!’ এ প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশ সাফল্যের সাথে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে মায়ের দুধের উপকারিতা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার পাশাপাশি সন্তানকে স্তন্যদানে মায়েদের উৎসাহিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন পেশায় নারীর অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই দেশে মাতৃদুগ্ধ প্রদানের হার বৃদ্ধি করতে পরিবারের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে নারীকে মাতৃদুগ্ধ দানে সহায়তা প্রদান অত্যন্ত জরুরি। মাতৃদুগ্ধ প্রদানের মাধ্যমে মায়ের সাথে শিশুদের সম্পর্ক আরো বেশি ঘনিষ্ঠ হয় এবং শিশুর মানসিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। সরকার শিশুকে সফলভাবে মায়ের দুধ খাওয়ানোর নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য ছয় মাস বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটির বিধান করেছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও এ বিধান প্রতিপালনে যত্নশীল হবে - এ প্রত্যাশা করি। আমি কর্মক্ষেত্রে মা ও শিশুর অধিকার সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

‘বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচি সফল হোক - এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/অনসূয়া/রবি/জসীম/আসমা/২০১৯/ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮০৭

**এডিস মশার বিস্তার রোধে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ‍উদ্যোগ**

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

এডিস মশার বিস্তার রোধে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল সংস্থাকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এবং প্রতি তিন দিন পরপর এ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় নির্দেশনা প্রদান করেছে।

তথ্য মন্ত্রণালয় গতকাল এ নির্দেশনা জারি করেছে।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/শামীম/২০১৯/১২.১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮০৬

**মশা দমন নিয়ে বিভ্রান্তি থেকে সতর্ক থাকার অনুরোধ**

ঢাকা, ১৬ শ্রাবণ (৩১ জুলাই) :

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং কয়েকটি অনলাইনে মশা দমন নিয়ে একটি বিভ্রান্তিকর পোস্টের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

এতে বেসিনে হারপিক বা ব্লিচিং পাউডার ঢেলে পানি দিয়ে মশার ডিম ও লার্ভা ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এভাবে এডিস মশা ধ্বংস করা যাবে না। উপরন্তু এতে মানবস্বাস্থ্য, জলজপ্রাণী, উদ্ভিদ, পরিবেশ এবং প্রতিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতি ও স্থায়ী বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে।

জনগণকে এতে বিভ্রান্ত না হতে অনুরোধ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সূত্রে তথ্য মন্ত্রণালয় গতকাল মঙ্গলবার রাতে এ তথ্য জানায়।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/শামীম/২০১৯/১২.১০ ঘণ্টা